ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ......

বিবিসিকে ঢা.বির ভারপ্রাপ্ত ভিসি

বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের হলে উঠানো হবে

কাগজ ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বলেছেন যথাশিগগির সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এর আগে বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে এবং যেসব ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে গেছে তাদেরকে হলে উঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। হলের প্রশাসন, সিন্ডিকেট, ডীন তাদের সঙ্গে আলা[...] করে পরিস্থিতি বুঝতে হবে। আগামীকাল শনিবার তিনি সিন্ডিকেটের সভা ডাকবেন বলে জানান। গতরাতে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারপ্রাপ্ত ভিসি এসব কথা বলেন। তিনি দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদে[...] প্রতি সংযম এবং সহনশীলতা প্রদর্শনেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বলেন, ক্যাম্পাস থেকে পর্যায়ক্রমে বিডিআর ও পুলিশ তুলে নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির ভাগ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটির ভাগ্য এখন কিছুট[...] অনিশ্চিত। কারণ প্রোক্টর পদত্যাগ করেছেন, আমি ভিসির দায়িত্ব পালন করছি। এদিক থেকে আমার মনে হয় যে, বিচার বিভাগীয় কমিশন হওয়ার পরে কমিটিটা অনেকট[...] প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে গেছে।

প্রথা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময়

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম

বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদের সঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

নিজেরা একটি তদন্ত করেছে এবং নিজেদের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তের কি হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্ত করা হচ্ছে। নবনিযুক্ত প্রোক্টর তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন। আবার সভা ডাকার ব্যবস্থা করা হবে।

তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে তিনিই থাকছেন কিনা জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত ভিসি বলেন, আমি আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ভিসির দায়িত্ব পালন করছি। তাই ঐ তদন্ত কমিটির প্রধান আমাকেই হতে হবে।

এক্ষেত্রে কোনো দ্বৈততার প্রভাব পড়বে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হ্যাঁ একটি দ্বৈততা চলে আসে। সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করছি প্রয়োজন হলে বিষয়টি সিন্ডিকেটে তুলে ট্রেজারারকে আহ্বায়ক করে দিতে পারি।

প্রাণ রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের ওপর পুলিশের নির্যাতনের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ঘটনার আমরা নিন্দা করছি। আমিতো মনে করি পুলিশ এটি বাড়াবাড়ি করেছে। তিনি বলেন, আর কি বলবো, আসলে পুলিশের এডুকেশনাল ব্যাক গ্রাউন্ড-তো পুওর। এরা বুঝে না। কনস্টেবলদেরকে হ্যান্ডেল করাতো ...। আমি জানি না সেখানে অফিসার কারা ছিলেন, কিভাবে এ ঘটনা ঘটলো। তবে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পরিচয় দেওয়ার পরও তাকে আঘাত করা বাড়াবাড়ি হয়েছে।